

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সাওম ও রমাদান

আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি

ওয়া বারাকাতুহ



হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয়
করো, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের
উপায় অনুসন্ধান করো এবং তাঁর
পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো,
সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে
পারবে। আল মায়েদাহঃ ৩৫



হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো।

এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٨٧

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ أُطِفُوا فَدْيَةٌ طَعَامٍ مَّسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ ۝ ١٨٩
مِّنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ۝ ١٩٠
إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٩٠﴾



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)” [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]

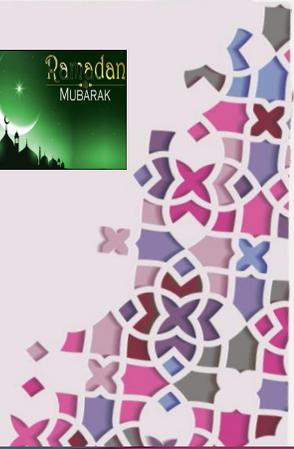
রামাদান মাস কেন এতো সম্মানিত

রামাদান বিশেষ মাস বলে সম্মানিত লাভ যে কারণে তা হলো:

- নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী হওয়ার উপায়
- পথ নির্দেশিকা আল কুর'আন নাযিল
- তাকওয়া অর্জনের জন্য রোযা ফরয
- আত্মশুদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাস
- বিশেষ রজনী কদরের রাত – ভাগ্যরজনী এটাই।
- * ইতিকাহের মাধ্যমে আরো বেশী রবের সাথে সম্পর্কিত হওয়া
- সারা বিশ্বে একই সময় এই ইবাদাত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়

আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এইভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। সহীহ আল বুখারী: ১৮২১

যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রামাদান মাসের একটি রোযা ভংগ করে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। আত তিরমিযী: ৬৭১



সিয়াম বা রোযা

মানুষের মাঝে ৩টি জিনিসের দাবী থাকে ---

- ১। ক্ষুধিবৃত্তির দাবী (জীবন রক্ষার জন্য)
- ২। যৌন আবেগের দাবী
- ৩। শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী

ইসলাম হলো মুসলমানের ৫ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘর। রোযা বা সাওম হলো ৩য় স্তম্ভ।

সিয়াম বা রোযার আভিধানিক অর্থ – বিরত রাখা, আবদ্ধ রাখা।

পারিভাষিক অর্থ – নিয়তের সাথে সুব্হে সাদেক (ফজরের ওয়াক্তের প্রথম) হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সব ধরনের রোযা ভংগকারী যেমন পানাহার, জৈবিক ও শারীরিক কোনো কিছু ভোগ করা থেকে বিরত থাকা।

রামাদান অর্থ পুড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ রোযা গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

রোযা মানুষের আত্ম-সংযমের শক্তি সৃষ্টি করে, মানুষের খুদী বা আত্মজ্ঞান যখন দেহ ও অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজের রুহের অধীন করে তখনই আত্মসংযম হয়। রোযার মাস আমাদের ট্রেনিং দেয় কিভাবে এই আত্মসংযম লাভ করা যায়। এই মাসে আমরা প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থান যাচাই করতে পারি। কিভাবে! চলুন জানার ও বুঝার চেষ্টা করি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয়। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৪

এখানে অনেকে বলেন, তাহলে মানুষ রামাদান মাসে খারাপ কাজ করে কেন? এখানেই অন্তর যাচাই করার উত্তর চলে আসে। মানুষ খারাপ কাজ করে কারণ:

- জীন শয়তান ওয়াদা করেছে মানুষকে জাহান্নামে নিবেই আর তাই সে নানা ভাবে প্রলুদ্ধ করে।
- অথবা মানুষের ভেতর নফসে আম্মারা (সব সময় খারাপ দিকে যেতে চায়) ও নফসে লাওয়ামা (দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর) খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করে
- অথবা মানুষের মধ্যেও প্ররোচনাকারী আছে যারা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

আর তাই আল্লাহ তা'লা সূরা নাসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্য।

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের মালিক, মানুষের প্রকৃত উপাস্যের কাছে। এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে, যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে। সূরা আন নাস



তাকওয়া

মহান আল্লাহ ঈমানদারদের বলছেন রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এখানে সবাই সেই উদ্দেশ্য লাভ করবে তা বলা হয় নাই, আল্লাহ বলছেন সম্ভবত লাভ করবে, আর সেটা হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এই রোযা পূর্ববর্তীদের উপর ফরয ছিল। তবে ধরন ছিল অন্যরকম যেমন দু’দিন বা তিনদিন।

তাকওয়ার মূল ধাতুর অর্থ বাঁচা, মুক্তি বা নিষ্কৃতি। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল ভয় করা, পরহেযগারী, বিরত থাকা।

মূলত তাকওয়া শুধু আল্লাহভীতি নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে সেই রকম সচেতনতা(যা তাঁর আসমা ওয়াস সিফাতকে জানা বুঝা ও নিজ জীবনে প্রতিফলন করা)) রাখা, যার ফলে গুনাহ থেকে সরে থাকা ও কল্যান কাজে লিপ্ত থাকা যায়, মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন তার অনুসরণ(রাসুল সা এর আদর্শ) করা।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ তা’লার সকল আদেশ মানা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া।

যে কোনো ধরনের বাঁচার নাম তাকওয়া নয়। ইসলাম বা আল-কুর’আনের আলোকে যেটা প্রকৃত মুক্তি, নিষ্কৃতি বা পরিত্রাণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই মুক্তি/নিষ্কৃতিই তাকওয়ার আওতায় পড়বে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা ও কৃপনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে তারাই সফলকাম হবে। সূরা আত তাগাবুন: ১৬

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের মধ্যে জাতি ও ভাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। সূরা আল হুজুরাত: ১৩

যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব স্মরণ করবে এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত। সূরা আন নাযিয়াত: ৩৫-৪১

আর তাই মহান আল্লাহ ঈমানদের সম্বোধন করে আহ্বান করেছেন:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। সূরা আলে ইমরান: ১০২



রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।সহীহ আল বুখারী:

১৭৬৮

- প্রত্যেক জিনিসের যাকাত বা পরিশুদ্ধি আছে। শরীরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে রোযা। রোযা সবরের অর্ধেক। ইবনে মাজা
- তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী
- যেনার কাজের গুনাহ থেকে দূরে রাখে

রাসূল সা. বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুণ্ডাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সামর্থ্য নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত রাখে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৭০

নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকবো আল্লাহর ভয়ে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার লক্ষ্যে। একটি ছোট সন্তানও রোযা রেখে লুকিয়ে কিছু খেয়ে ফেলে না, পানি দিয়ে কুলি করলে, খুব সাবধানে করে যেন রোযা নষ্ট না হয়ে যায় - এইটি হলো তাকওয়ার প্রশিক্ষণ।

অন্যান্য খারাপ কাজ থেকেও দূরে থাকতে হবে - তা না হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, এইভাবেই আত্মশুদ্ধি এনে দিতে পারে একজন ঈমানদারকে।

- রাসূল সা. বলেছেন, সিয়াম চাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে।

মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৬৫

সাওম কিভাবে আত্মশুদ্ধি

এনে দেয়



সাওমের পুরস্কার

রাসূল সা. বলেছেন:

- যে রামাদান মাসে ঈমানের সাথে প্রতিদানের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সহীহ আল বুখারী: ৩৮
- প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন, তা অবশ্য সিয়ামের প্রতিদান ছাড়া, কারণ সিয়াম আমার জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব। কেননা আমার কারণেই সিয়াম পালনকারী তার যৌনকার্য ও আহার বর্জন করে থাকে। সহীহ মুসলিম: ১১৫১
- আর সেই মহান সত্ত্বার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়। আরেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৯
- আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিতরে (ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা। মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৫৬
- যে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন সাওম রাখার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১১৬৪
- এ মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১২৫৬
- যে কোন সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার (যে ইফতার করালো) তার (সাওম পালনকারীর) সমান সওয়াব হবে, অথচ সেই সাওম পালনকারীর সওয়াব কোন অংশে কমে যাবে না। আত তিরমিযী: ৬৪৭
- বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে, কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬১
- সিয়াম ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। মুসনাদে আহমাদ: ৬৬২৬

তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত কল্যাণের জন্যই আমাদের এই রামাদান মাসকে কাজে লাগানোর জন্য এখনি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।



রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত।

রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-

- ১। সহবাস
- ২। হস্তমৈথুন
- ৩। পানাহার
- ৪। যা কিছু পানাহারের স্ফুলাভিষিক্ত
- ৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা
- ৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা
- ৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

১মঃ সহবাসঃ

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।
তওবা করা, সেদিনের রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা আদায় করতে হবে—ক) ক্রীতদাস আযাদ, খ) লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা, গ) ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো

২য়ঃ হস্তমৈথুনঃ

তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা(বীর্যপাত হলে)

- কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে। [ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]

তৃতীয়ঃ পানাহার।

পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।” [সুনানে তিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

চতুর্থঃ যা কিছু পানাহারের স্ফুলাভিষিক্ত।

এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়। যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তৈরী।

২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

তবে

যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্ফুলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসিলিন কিংবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না;



- পঞ্চম: শিক্ষা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। দলিল হচ্ছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি শিক্ষা লাগায় ও যার শিক্ষা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।”[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন
- রক্ত দেয়াও শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপর শিক্ষা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে।[শাইখ উছাইমীনের ‘মাজালিসু শারহি রামাদান’ পৃষ্ঠা-৭১]
- কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]
- আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রেসিং করা কিংবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শিক্ষা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়।



ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা।

“যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে”[সুনানে তিরমিযিঃ ৭২০, আলবানী সহিহ তিরমিযি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন

ইবনে মুনিযির বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করেছে আলেমদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।[আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সপ্তম: হায়েয ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন মহিলাদের হায়েয হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?” সহিহ বুখারীঃ ৩০৪

তাই কোন নারীর হায়েয কিংবা নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; এমনকি সেটা সূর্যাস্তের সামান্য কিছু সময় পূর্বে হলেও। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়েয শুরু হতে যাচ্ছে; কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সেদিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তিনি রোযার নিয়ত করে নেন; তবে গোসল করার আগেই ফজর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলেমদের মাযহাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।



এমন কিছু বিষয় যেগুলো রোযা নষ্ট করে না:

- এনেমা ব্যবহার, চোখে কিংবা কানে ড্রপ দেয়া, দাঁত তোলা, কোন ক্ষতস্থানের চিকিৎসা নেয়া ইত্যাদি রোযা ভঙ্গ করবে না।[মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম (২৫/২৩৩, ২৫/২৪৫)]
- হাঁপানি রোগের চিকিৎসা কিংবা অন্য কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জিহ্বার নীচে যে ট্যাবলেট রাখা হয় সেটা থেকে নির্গত কোন পদার্থ গলার ভিতরে চলে না গেলে সেটা রোযা নষ্ট করবে না।
- মেডিকেল টেস্টের জন্য যোনিপথে যা কিছু ঢুকানো হয়; যেমন- সাপোজিটর, লোশন, কলপোস্কোপ, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি।
- স্পেকুলাম বা আই, ইউ, ডি বা এ জাতীয় কোন মেডিকেল যন্ত্রপাতি জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করালে।
- নারী বা পুরুষের মুত্রনালী দিয়ে যা কিছু প্রবেশ করানো হয়; যেমন- ক্যাথিটার, সিস্টোস্কোপ, এক্সরে এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, মুত্রথলি পরিস্কার করার জন্য প্রবেশকৃত দ্রবণ।
- দাঁতের রুট ক্যানেল করা, দাঁত ফেলা, মেসওয়াক দিয়ে কিংবা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা; যদি ব্যক্তি কোন কিছু গলায় চলে গেলে সেগুলো গিলে না ফেলে।
- গড়গড়া কুলি ও চিকিৎসার জন্য মুখে ব্যবহৃত স্প্রে; যদি কোন কিছু গলায় চলে আসলেও ব্যক্তি সেটা গিলে না ফেলে।
- অক্সিজেন, এ্যানেসথেসিয়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না রোগীকে এর সাথে কোন খাদ্য-দ্রবণ দেয়া হয়।
- চামড়া দিয়ে শরীরে যা কিছু প্রবেশ করে। যেমন- তৈল, মলম, মেডিসিন ও কেমিকেল সম্বলিত ডাক্তারি প্লাস্টার।
- ডাগায়নস্টিক ছবি তোলা কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে কিংবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গের শিরাতে ছোট একটি টিউব প্রবেশ করানোতে রোযা ভঙ্গ হবে না।
- নাড়ীভুড়ি পরীক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোন সার্জিকাল অপারেশনের জন্য পেটের ভেতর একটি মেডিকেল স্কোপ প্রবেশ করালেও রোযা ভাঙ্গবে না।
- কলিজা কিংবা অন্য কোন অঙ্গের নমুনাস্বরূপ কিছু অংশ সংগ্রহ করলেও রোযা ভাঙ্গবে না; যদি এ ক্ষেত্রে কোন দ্রবণ গ্রহণ করতে না হয়।
- গ্যাসট্রোস্কোপ (**gastroscope**) যদি পাকস্থলীতে ঢুকানো তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না; যদি না সাথে কোন দ্রবণ ঢুকানো না হয়।
- চিকিৎসার স্বার্থে মস্তিষ্কে কিংবা স্পাইনাল কর্ডে কোন চিকিৎসা যন্ত্র কিংবা কোন ধরণের পদার্থ ঢুকানো হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

[শাইখ উছাইমীনের ‘মাজালিসু শারহি রামাদান’ ও ‘সিয়াম সংক্রান্ত ৭০টি মাসয়ালা’ নামক এ ওয়েব সাইটের পুস্তিকা]

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব



প্রশ্ন: কোন ধরনের রোগ রমজান মাসে একজন মানুষের জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ করে? যে কোন রোগ সেটা যদি হালকাও হয় তবে কি রোযা ভঙ্গ করা জায়েয?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অধিকাংশ আলেমের মতে,এঁদের মধ্যে চার ইমামআবুহানীফা,মালেক,শাফেয়ীওআহমাদরয়েছেন-একজন রোগীর জন্য রমজান মাসে রোযা ভঙ্গকরা জায়েযনয় যদি না তার রোগ তীব্রহয়।

রোগের তীব্রতার অর্থ হলো :

১.রোযার কারণে যদি রোগ বেড়ে যায়।

২.রোযার কারণে যদি আরোগ্য লাভে বিলম্ব হয়।

৩.রোযার কারণে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় যদিওবা তার রোগ বেড়ে না যায় বা সুস্থতা দেরিতে না হয়।

৪.এর সাথে আলেমগণ আরও যোগ করেছেন এমন কোন ব্যক্তি সিয়াম পালনের কারণে যার অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা আছে।

ইবনে কুদামাহ (রাহিমাছল্লাহ)‘আলমুগনী গ্রন্থে’ (৪/৪০৩) বলেছেন:

“যে রোগ রোযা ভঙ্গ করা বৈধ করে তা হলো তীব্র রোগ যা রোযা পালনের কারণে বেড়ে যায় অথবা সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে।”একবার ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হল, “একজন রোগী কখন রোযা ভঙ্গ করতে পারবে?”

তিনি বললেন, “যদি সে রোযা পালন করতে না পারে।”

তাকে বলা হলো : “যেমন জ্বর?”

তিনি বললেন,“জ্বরের চেয়ে কঠিনতর কোন রোগ আছে কি!...”

আর যে সুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলে তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় রোযা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তার হুকুম ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় রোযা রাখলে যার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কেননা সে রোগীর জন্য রোযা ভঙ্গ করা এ কারণে বৈধ করা হয়েছে যে রোযা রাখলে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে, রোগ বিলম্বে সারতে পারে। অনুরূপভাবে নতুন কোন রোগ সৃষ্টি হওয়াও একই অর্থবোধক।”(উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

ইমাম নববী (রহঃ) “আল-মাজমূ গ্রন্থে” (৬/২৬১)বলেছেন :

“যে রোগীর রোগ মুক্তির আশা করা যায়, কিন্তু তিনি রোযা পালনে অক্ষম এক্ষেত্রে রোযা পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়.... যদি রোযার কারণে রোগীর কষ্ট হয় সেক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। রোযা ভঙ্গ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের অক্ষমতা শর্ত নয়। বরং আমাদের আলেমদের অনেকে বলেছেন: “রোযা ভঙ্গকরার ক্ষেত্রে শর্ত হলো রোযার কারণে এমন কষ্ট হওয়া যা সহ্য করা কষ্টসাধ্য।”(উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: যে কোন রোগীর জন্যই রোযা ভাঙ্গা জায়েয; যদিওবা রোযার কারণে কষ্ট না হয়।তবে এটি একটি বিরল অভিমত। জমহুর আলেমগণ এই অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম নববী বলেছেন:“হালকা রোগ যার কারণে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না সে ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে আমাদের আলেমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।”[আল-মাজমূ‘(৬/২৬১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেছেন :

“রোযা পালনের কারণে যে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়ে না, যেমন- হালকা সর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। যদিও আলেমগণের কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের দলীলের ভিত্তিতে বলেছেন যে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয।

([185: البقرة: 2]) ([2: البقرة: 185]) “আর কেউ অসুস্থ থাকলে...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]

তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লত (কারণ)এর সাথে সম্পৃক্ত।আর তা হলো রোযা ভঙ্গকরাটা রোগীর জন্য বেশি আরামদায়ক হওয়া। যদি রোযা রাখার কারণে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গকরা জায়েয নয়।বরং তার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব।”[আশ্-শারহুলমুমতি (৬/৩৫২)]

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব





যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

উত্তর আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানের রোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভেঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, “আরকেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয। অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন: “গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।” [আল-ইযতিযকার (১/৭৭) থেকে সমাণ্ড]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন: “আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যেভাবে ছিল সেভাবে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।” [আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসেছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফের। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কিংবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফের হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নেতৃবর্গের কাছ থেকে সে শান্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যেরা এর থেকে নিবৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলেমের মতে, সেও কাফের। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছে তওবা করা তার উপর ফরয। [সমাণ্ড]

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নেই। তার কি করা উচিত? তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ি) ছাড় ব্যতীত কিংবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙ্গে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারিব, আলেমদের নিকট এটি সহিহ হাদিস নয়। [নুরুন্ আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাণ্ড]

কিছু কিছু আলেমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নেই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন। হাফেয ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কিংবা তাদের অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নেই। শাফেয়ির ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফেয়ির মেয়ের ছেলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-হুমাইদিরও উক্তি: ‘কাযা পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মাযহাবের অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলেমের অভিমতও এটাই; যেমন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্তাহ।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাণ্ড]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: বিনা ওজরে নামায কিংবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন বলেন: আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যেহেতু তার থেকে সেটা কবুল করা হবে না। কারণ ফিকহী নীতি হচ্ছে, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সেটা কবুল করা হয় না।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাণ্ড]

সারকথা: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলেমের মতে, কাযা পালন করা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলেম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা অগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আমার স্ত্রীর উপর কিছু রোযা আগে থেকেই বাকী ছিল। কিন্তু সে ঠিকভাবে মনে করতে পারছে না যে, কয়দিনের রোযা। এখন সে কী করবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যিনি সফরের ওজর কিংবা রোগজনিত ওজর কিংবা হায়েয বা নিফাসজনিত ওজরের কারণে রমযানের কিছু রোযা রাখতে পারেননি তার উপর ওয়াজিব হল— সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২:১৮৪]

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন: হায়েযের ক্ষেত্রে রোযা কাযা পালন করতে হয়; কিন্তু নামায কাযা পালন করতে হয় না কেন? জবাবে তিনি বলেন: "আমরা হায়েযগ্রস্ত হতাম; তখন আমাদেরকে রোযার কাযা পালন করার নির্দেশ দেয়া হত, কিন্তু নামাযের কাযা পালন করার নির্দেশ দেয়া হত না।"[সহিহ মুসলিম (৩৩৫)]

আপনার স্ত্রী যদি কতদিনের রোযার কাযা পালন তার উপর বাকী রয়েছে সেটা ভুলে যান এবং তার সন্দেহ হয় যে, উদাহরণতঃ ছয়দিন কিংবা সাতদিন; তাহলে তার উপর কেবল ছয়দিনের রোযা কাযা পালন করাই আবশ্যিক। কেননা মূলবিধান হচ্ছে— দায়িত্বমুক্ত থাকা। তবে তিনি যদি সতর্কতামূলক সাতদিন রোযা রাখেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তার দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য সেটাই ভাল।

আর যদি তিনি কোন সংখ্যাই মনে করতে না পারেন তাহলে যতদিন রোযা রাখলে তার দায়িত্বমুক্ত হয় বলে তিনি প্রবল ধারণা করেন ততদিন রোযা রাখবেন।

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক নারীর ওপর রমযানের কিছুদিনের রোযা কাযা আছে। কিন্তু তিনি সন্দেহে পড়ে গেছেন যে, সেটা কি চারদিন; নাকি তিনদিন। এখন তিনি তিনদিন রোযা রেখেছেন। এমতাবস্থায় তার উপর কী আবশ্যিক?

জবাবে তিনি বলেন: "যদি কোন মানুষ সন্দেহে পড়ে যান যে, তার উপর কয়দিনের রোযা কাযা পালন করা ওয়াজিব; সেক্ষেত্রে তিনি কম সংখ্যাটাই ধরবেন। যদি কোন নারী বা পুরুষ সন্দেহ করেন যে, তার উপর কি তিনদিনের রোযা কাযা আছে; নাকি চারদিনের? সেক্ষেত্রে তিনি কম সংখ্যাটাই ধরবেন। কেননা কম সংখ্যাটাই নিশ্চিত; বেশি সংখ্যাটা সন্দেহপূর্ণ। আর মূল বিধান হলো— দায়িত্বমুক্ত থাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতা হলো—সন্দেহের দিনগুলোরও কাযা পালন করা। কেননা যদি সে দিনটির রোযা তার ওপর ওয়াজিব থাকে তাহলে তো তার দায়িত্ব অবমুক্ত হল। আর যদি ওয়াজিব না হয়ে থাকে তাহলে সেটা নফল রোযা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তাআলা কোন নেক আমলের প্রতিদান নষ্ট করেন না।[নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সমাপ্ত] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব



প্রশ্ন হয়েছে কারণে আমি রমযানের কয়েকদিন রোযা থাকতে পারিনি। এটা কয়েক বছর ঘটেছে। এ পর্যন্ত আমি সে রোযাগুলো পালন করিনি। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে যে ব্যক্তি রমযানের কিছু রোযা ভেঙ্গেছে পরবর্তী রমযান আসার আগেই সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

এ অভিমতের সপক্ষে তারা দলিল দেন আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "আমার উপর রমযানের যে রোযাগুলো কাযা থাকত সেগুলো শাবান মাসে ছাড়া কাযা পালন করতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের কারণে।"

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ): শাবান মাসে কাযা রোযা শেষ করার তার যে আগ্রহ এর থেকে বুঝা যায় যে, পরবর্তী রমযান প্রবেশ করা পর্যন্ত কাযা রোযা পালনে দেরী করা জায়েয নয়।[সমাণ্ড]

যদি পরবর্তী রমযান শুরু হয়েই যায় তাহলে দুইটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

কোন ওজরের কারণে বিলম্ব করা। যেমন- যদি অসুস্থ থাকে এবং পরবর্তী রমযান চলে আসা পর্যন্ত অসুস্থতা অব্যাহত থাকে; সেক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে তার গুনাহ হবে না। যেহেতু সে ওজরগ্রস্ত। তাকে শুধু কাযা পালন করতে হবে। সে যে দিনগুলোর রোযা ভেঙ্গেছে সে দিনগুলোর কাযা পালন করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা:

কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বিলম্ব করা। উদাহরণতঃ তার কাযা পালন করার সুযোগ ছিল; কিন্তু সে পালন করেনি। এর মধ্যে পরবর্তী রমযান এসে গেছে। এ ব্যক্তি ওজর ছাড়া কাযা পালনে বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। সকল ইমাম একমত যে, তার উপর কাযা পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু, কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন করে তাকে মিসকীন খাওয়াতে হবে কিনা- এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমাদের মতে, তার উপর খাওয়ানো ওয়াজিব। তারা কোন কোন সাহাবী থেকে যে অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে; যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ)ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সেটা দিয়ে দলিল দেন।

আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অভিমত হচ্ছে- কাযা পালন করার সাথে খাবার খাওয়াতে হবে না।

তিনি দলিল দেন যে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করেছে আল্লাহ তাকে শুধু কাযা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন; খাবার খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

দেখুন: আল-মাজমু (৬/৩৬৬), আল-মুগনি (৪/৪০০)

ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দ করেছেন। তিনি তাঁর সহিহ কিতাবে বলেন: ইব্রাহিম নাখায়ি বলেছেন: যদি অবহেলা করে এবং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে সে দুই রোযাই রাখবে। তিনি খাবার খাওয়ানোকে তার উপর আবশ্যিক মনে করতেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুরসাল সনদে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয় যে, তারা খাওয়ানোর অভিমত পোষণ করতেন। এরপর ইমাম বুখারী বলেন: আল্লাহ খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন: "অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে"।[সমাণ্ড]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'খাওয়ানো ওয়াজিব নয়' এ অভিমতটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন: যদি সাহাবীদের মতামত কুরআনের বাহ্যিক ভাবের বিপরীত হয় তাহলে সেটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে। এ মাসয়লাতে খাওয়ানোটাকে আবশ্যিক করা কুরআনের বাহ্যিক ভাবের বিপরীত। কেননা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র অন্য দিনগুলোতে কাযা পালন করা আবশ্যিক করেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু আবশ্যিক করেননি। অতএব, আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর এমন কিছু আবশ্যিক করতে পারি না যা আল্লাহ তাদের উপর আবশ্যিক করেননি; এমন কোন দলিল ছাড়া যে দলিলের মাধ্যমে ব্যক্তির দায় মুক্ত হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে অভিমত বর্ণিত হয়েছে সেটা পালন করাকে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

অতএব, এ মাসয়লায় সঠিক অভিমত হচ্ছে-আমরা তাকে রোযা রাখার চেয়ে বেশি কোন দায়িত্ব দিব না। তবে, বিলম্ব করার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।[সমাণ্ড]

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াজিব হল: কাযা পালন করা। তবে, সতর্কতামূলক কেউ যদি প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ায় তাহলে সেটা ভাল।

প্রশ্নকারী বোনের কর্তব্য হল: যদি তিনি কোন ওজর ছাড়া কাযা রোযা পালনে বিলম্ব করে থাকেন তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবেন।

আমরা শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে পারি তিনি যেন আমাদেরকে তার প্রিয় ও সন্তুষ্টমূলক আমল করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব





প্রশ্ন: আমি ডায়াবেটিক্স এর রোগী; প্রতিদিন দুইবার ইনসুলিন নিতে বাধ্য। এ কারণে আমি রোযা রাখি না। নগদ অর্থ দিয়ে ফিদিয়া পরিশোধ করি। যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমি ইফতার করি সে পরিমাণ অর্থ প্রদান করি। এ পদ্ধতিতে ফিদিয়া দেয়া কি জায়েয হবে, অর্থাৎ নগদ অর্থ দিয়ে? আমি বিবাহিত নই বিধায় রেস্টুরেন্টে ইফতার করি। আমি এই ফিদিয়া কি তিনজন বা ততোধিক মিসকীনের মাঝে ভাগ করে দিতে পারব? কারণ ইফতার নেওয়ার মত কোন গরীব লোক আমি খুঁজে পাই না।

উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি যদি রোযা রাখার সক্ষমতা রাখেন তাহলে আপনার উপর রোযা রাখা ফরয; রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না। ইনসুলিন গ্রহণ করলে রোযা ভাঙ্গে না। আপনি রোযা রেখে ইনসুলিন গ্রহণ করতে পারেন। তাই আপনি যে দিনগুলোর রোযা রাখেননি সেগুলোর কাযা আদায় করা আপনার উপর ফরয।

আর যদি রোযা রাখলে আপনার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয় কিংবা রোযা রাখা আপনার জন্য খুবই কষ্টকর হয় কিংবা দিনের বেলায় আপনার অন্যান্য ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন হয়; তাহলে আপনি রোযা না-রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি ভবিষ্যতে আর কখনও রোযাগুলো কাযা পালন করার সক্ষমতা না রাখেন তখন আপনি প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবেন।

নগদ অর্থ দিয়ে ফিদিয়া আদায় করা জায়েয নয়। বরং খাদ্য দিয়ে ফিদিয়া আদায় করা ফরয। দলিল হচ্ছে আল্লাহুর বাণী: অর্থ হচ্ছে- “আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।”।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪]

আপনার কর্তব্য হচ্ছে মিসকীনদের সন্ধান করা; যাতে করে আপনার উপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারেন; কিংবা আপনি এমন কাউকে নগদ অর্থ দিতে পারেন যিনি খাদ্য কিনে আপনার পক্ষ থেকে মিসকীনদের কাছে পৌঁছে দিবে। আল্লাহুই ভাল জানেন।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব





মুসাফিরের জন্য নিম্নোক্ত স্থানে রোযা ভঙ্গ করা হারাম:

- ১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।
- ২। অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি তার সফর কোন বৈধ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে না হয়।
- ৩। যদি সে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।
- ৪। যদি সে সফর শুরু করে, কিন্তু তার গ্রামের বাড়ী-ঘর কিংবা তার শহর অতিক্রমের আগেই রোযা ভঙ্গে ফেলতে চায়।
- ৫। অধিকাংশ আলেমের মতে, পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে— যদি কেউ যে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করেছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সেখানে চারদিনের বেশি থাকার নিয়ত করে। অন্য একদল আলেমের মতে, মুসাফির ব্যক্তি যতদিন মুসাফির অবস্থায় থাকবে ততদিন তিনি সফরের ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন, সে অবস্থান যত লম্বা সময় হোক না কেন।

আল্লাহুই ভাল জানেন। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব



উত্তর আলহামদু লিল্লাহ।

রোগীর জন্য যদি রোযা রাখা কষ্ট হয় তাহলে উত্তম হল রোযা না-রাখা এবং যে দিনগুলোর রোযা রাখেনি সেগুলোর কাযা পালন করা। কষ্ট করে রোযা রাখা মুস্তাহাব নয়। দলিল হচ্ছে—

১। ইমাম আহমাদ (৫৮৩২) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন যেভাবে তিনি তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করেন।" (আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেন"

২। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটো বিষয়ের মাঝে নির্বাচন করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজতম বিষয়টি গ্রহণ করতেন; যতক্ষণ না সেটা পাপ হত। পাপ হলে তিনি হতেন এর থেকে সবচেয়ে দূরত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তি।" সহিহ বুখারীঃ ৬৭৮৬ ও সহিহ মুসলিমঃ ২৩২৭

ইমাম নববী বলেন: "এ হাদিসে সহজতম বিষয় ও কোমলতম বিষয় গ্রহণ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে; যতক্ষণ না সেটা হারাম হয় কিংবা মাকরুহ হয়।" [সমাণ্ড]

বরং কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখা মাকরুহ। কখনও কখনও হারাম হতে পারে; যদি রোযার কারণে শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয়। কুরতুবী বলেন (২/২৭৬):

"রোগীর অবস্থা দুটো:

১। মোটেই রোযা রাখার সক্ষমতা না থাকা; তার জন্য রোযা না-রাখা ওয়াজিব।

২। কিছু শারীরিক ক্ষতি ও কষ্টের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া। এ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় কেবল অজ্ঞ লোকই রোযা রাখে।" [সমাণ্ড]

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনী" গ্রন্থে (৪/৪০৪) বলেন: "যদি রোগী এ রোগ সত্ত্বেও কষ্ট করে রোযা রাখে তাহলে সে মাকরুহ কাজে লিপ্ত হল। যেহেতু এ রোযা রাখার মধ্যে নিজের শারীরিক ক্ষতি করা নিহিত আছে। রোযা না-রাখাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখলায়ন ও আল্লাহর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করা।" [সমাণ্ড]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) "আশ-শারহুল মুমতি" গ্রন্থে (৬/৩৫২) বলেন:

"এর মাধ্যমে আমরা কিছু কিছু ইজতিহাদকারী ও রোগীদের ভুল জানতে পারি যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তোবা শারীরিক ক্ষতিও হয় কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছেন; যেহেতু তারা আল্লাহর দেয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া অবকাশকে গ্রহণ করেননি এবং নিজেদের ক্ষতি করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" সূরা নিসা: ২৯ আল্লাহই সর্বজ্ঞ। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

প্রশ্ন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা উত্তম? নাকি কষ্ট করে রোযা রাখাটা উত্তম?



"রোগীর অবস্থা দুটো:

১। মোটেই রোযা রাখার সক্ষমতা না থাকা; তার জন্য রোযা না-রাখা ওয়াজিব।

২। কিছু শারীরিক ক্ষতি ও কষ্টের সাথে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া। এ ব্যক্তির জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় কেবল অজ্ঞ লোকই রোযা রাখে।" [সমাণ্ড]

প্রশ্ন: প্রখর রোদে কৃষিকাজ ও রুজি রোজগারের কিছু কাজের জন্য কি কিছু ফরজ রোজা না রাখলে কি গুনাহ হবে? এই বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

উত্তর:

শারীরিকভাবে সক্ষম, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের জন্য রোজা রাখা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যে ৪র্থতম। সুতরাং মুক্তিকামী ঈমানদারের জন্য আবশ্যিক হল, দুনিয়াবি কর্মব্যস্ততা, চাকুরী, কৃষিকাজ, পেশাগত কাজ ইত্যাদিকে রোজা ভঙ্গ করা বা রোজা থেকে দূরে থাকার ওজুহাত হিসেবে দাঁড় না করানো। বরং কষ্ট হলেও ধৈর্যের সাথে রোজা পালন করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি কাজের ওজুহাতে রোজা না রাখা বা রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। একজন রোজাদার যদি গরম, রোদ, পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লান্তিতে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশায় রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ আখিরাতে এই কষ্টের বিনিময়ে বিশাল পুরস্কার দান করবেন ইনশাআল্লাহ। সাহাবিগণ আরবের উত্তম মরুভূমিতে কাজ করতেন, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কষ্ট করতেন কিন্তু তারা রোজা ভঙ্গ করতেন না।

রমজানে জরুরি কাজ করার প্রয়োজন হলে, তা সকালের দিকে করার চেষ্টা করবে। প্রখর গরম দুপুরে কাজ থেকে বিরত থাকবে। সম্ভব হলে কিছু কাজ রাতে করবে। প্রয়োজনে কিছুটা কাজ কম করবে বা সীমিত উপার্জন করবে কিন্তু তারপরও রোজা ভঙ্গ করবে না। কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তার রিজিকের সুব্যবস্থা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত ভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।” (সূরা তালাক/২ ও ৩)

সৌদি স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডকে প্রশ্ন করা হয় যে, এক ব্যক্তি রুটির দোকানে কাজ করে। সেখানে সে খুবই পানির পিপাসার সম্মুখীন হয় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজের সময় তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ কি?

তারা বলেন,

لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر ، بل الواجب عليه الصيام ، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر ، وعليه أن يعمل حسب استطاعته

“সে লোকের জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নাই বরং তার জন্য রোজা রাখা ফরজ। রমজান মাসের দিনের বেলায় রুটি বানানো রোজা ভঙ্গ করার জন্য কোনও ওজর নয়। সে সাধ্য অনুযায়ী কাজ করবে।” [ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২৩৮] আল্লাহ আলাম।

উত্তর প্রদানে:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।





প্রশ্ন: আমার স্ত্রী আমার ১০ মাসের শিশু সন্তানকে দুধপান করান। তাঁর জন্যে কি রমজানের রোজা না-রাখা জায়েয হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুধপানকারিণী ও গর্ভবতী মায়ের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়েয।

২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়েয আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরুহ। বরং কোন কোন আলেম উল্লেখ করেছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি ‘আল-ইনসাফ’ নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলেন:

“এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরুহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করেছেন যে, গর্ভবতী ও দুধপানকারিণী নারী যদি নিজের গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়েয হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা না করেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।” সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সিয়াম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলেন: যদি গর্ভবতী ও দুধপানকারিণী নারী শারীরিকভাবে সবল ও কর্মোদ্যমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপরি কোন ওজর ছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?

তিনি উত্তরে বলেন:

“গর্ভবতী ও দুধপানকারিণী নারীর জন্য কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসের রোজা না-রাখা জায়েয নয়। যদি ওজরের কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রেণীর নারী অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। যদি এ দুই শ্রেণীর নারীর ওজর হয় ‘তাদের সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা’ তাহলে কোন কোন আলেমের মতে, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনের সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে গম, চাল, খেজুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলেমের মতে, কোন অবস্থাতে তাদেরকে কাযা পালন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। কারণ খাদ্য প্রদানের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর কোন দলিল নেই। আর দলিল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা- মৌলিক বিধান। এটি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ও মজবুত অভিমত।” সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-১৬২): গর্ভবতী নারী যদি নিজের স্বাস্থ্যহানি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকায় রোজা না রাখে এর কী হুকুম?

উত্তরে তিনি বলেন: “আমাদের জবাব হচ্ছে- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পারে:

১. শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। যেহেতু রোজা ছেড়ে দেয়ারজন্য তার কোন ওজর নেই।

২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণের কাঠিন্যের কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে। এ অবস্থায় এ নারী রোজা রাখবে না। বিশেষতঃ যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে সেক্ষেত্রে রোজা ছেড়ে দেয়া তার উপর ফরজ। যদি সে রোজা ছেড়ে দেয় তাহলে অন্য ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে হুকুম তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণের ওজর থেকে সে মুক্ত হয়েছে ঠিক; কিন্তু নতুন একটি ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ দুধপান করানোর ওজর। দুধপানকারিণী নারী পানাহার করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মের দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব: আপনি রোজা ছেড়ে দিন। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবেন।” সমাপ্ত

শাইখ বিন বায (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪) বলেন:

“গর্ভবতী ও দুধপানকারিণী নারীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণের গ্রন্থে সহিহ সনদে আনাস বিন মালিক আল-কাবী এর বর্ণিত হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দুই প্রকারের নারীকে রোজা ছেড়ে দেয়ার অবকাশ দিয়েছেন এবং এদেরকে মুসাফিরের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। অতএব, জানা গেল যে, এরা মুসাফিরের মত রোজা না-রেখে পরবর্তীতে কাযা পালন করবে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, রোগীর অনুরূপ কষ্ট না হলে অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা না থাকলে এ দুই শ্রেণীর নারীগণ রোজা ছেড়েদিবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।” সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (১০/২২৬) এসেছে-“গর্ভবতী নারীর উপরও রোজা রাখা ফরজ; তবে যদি রোজা রাখলে নিজের স্বাস্থ্যহানি অথবা গর্ভস্থিত সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হয় তাহলে তার জন্যে রোজা না-রাখার অবকাশ থাকবে এবং প্রসব করার পর নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে এ রোজাগুলো কাযা করবে।” সমাপ্ত

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব



ঈদের দিনের পর থেকে
শাওয়ালের যে ছয় রোযা রাখা
হয় কোন নারী হায়েযের
कारणे रमयाने॑र ये
रोयाणुलो तार छुटे गेछे
सेणुलो कि आगे शुरु करवे,
एरपर छय रोया राखवे;
नाकि कितावे करवे?

उत्तर

आलहामदु लिग्लाह।

नबी साल्लाग्लाह आलाइहि गया
साल्लामे॑र हादिस “ये व्यक्ति
रमयाने॑र रोया राखल एरपर
शाओयाल मासे छयटि रोया
राखल से येन गोटा बहर
रोया राखल।” [सहिह मुसलिम
(१९८४)-ए उद्कृत सओयाव
यदि तिनि पेते चान ताहले
तार उचित हवे प्रथमे
रमयाने॑र रोयाणुलो पूर्ण
करा। एरपर शाओयाले॑र छय
रोया राखा; याते करे तार
उपर हादिसे॑र वाणी प्रयोज्य
हय एवं उल्लेखित सओयाव
पेते पावे।

किन्तु, यदि वैधतार दि॒क देखा
हय ताहले काया रोयाणुलो
पालन करार क्शे॒त्रे परवती
रमयान प्रवेश करार पूर्व पर्यन्त
विलम्ब करा तार जन्य जायेय।

सू॒त्रः ॐ शाइख मुहाम्मद सालेह

आल-मुनाज्जिद

प्रश्नः ये व्यक्ति रमयान मासे॑र पर शाओयाले॑र
छय रोया रेखेछे किन्तु रमयाने॑र सबणुलो
रोया राखेनि। शरियतस्वीकृत ओजरे॑र कारणे
रमयाने॑र दशटि रोया भेङ्गेछे। से व्यक्ति कि
ঐ व्यक्ति॑र सम-परिमाण सओयाव पावे ये व्यक्ति
गोटा रमयान मास रोया रेखेछे एवं
शाओयाल मासे॑ छय रोया रेखेछे। से व्यक्ति
कि गोटा बहर रोया राखार सओयाव पावे?
आशा करि, आमामे॑रके अवगित करबेन।
आल्लाह् आपनादे॑रके उत्तम प्रतिदान दिन।

उत्तर

आलहामदु लिग्लाह।

बान्दा येसब आमल करे सेणुलो॑र सओयावे॑र
परिमाण निर्धारण करार दायित्व आल्लाह्॑र उपरे।
बान्दा यदि आल्लाह्॑र काछे प्रतिदान प्रत्याशा
करे एवं आल्लाह्॑र आनुगत्ये॑र पथे अक्लान्त
परिश्रम करे निश्चय आल्लाह्॑ तार प्रतिदान नष्ट
करबेन ना। आल्लाह्॑ ताआला बलेनः “निश्चय
आल्लाह्॑, ताल कर्मशीलदे॑र प्रतिदान नष्ट करेन
ना। ये व्यक्ति॑र दायित्वे॑ रमयाने॑र रोया
अवशिष्ट रयेछे तार कर्तव्य ह॒च्छे, प्रथमे
रमयाने॑र रोया पालन करा; तारपर
शाओयाले॑र छय रोया राखा। केनना ये व्यक्ति
रमयाने॑र रोया पूर्ण करेनि तार क्शे॒त्रे ए
कथा बला चले ना ये, से रमयाने॑र रोया
राखार पर शओयाले॑र छय रोया रेखेछे।”
आल्लाह्॑ई उत्तम ताओफिकदा॑ता एवं आमामे॑र
नबी मुहाम्मद साल्लाग्लाह् आलाइहि गया साल्लाम,
ताँर परिवार-परिजन ओ साहावीवर्गे॑र प्रति
आल्लाह्॑र रहमत ओ शान्ति बर्षित होक।

सू॒त्रः फाताओयाल लाजना दायिमा (१०/७९२)

प्रश्नः शाओयाल मासे॑र ये कयदिन बाकी आछे सेदिनगुलो यदि रमजाने॑र काया रोजा ओ शाओयाले॑र छय रोजा राखार जन्य यथेष्ट ना हय
ताहले कि काया रोजा॑र आगे छय रोजा राखा जायेय हवे?

उत्तरः आलहामदुलिग्लाह।

सार्थिक मतानुयायी शाओयाले॑र छय रोजा रमजाने॑र रोजा पूर्ण करार साथे सम्पू॒क्त। दलिल ह॒च्छे- नबी साल्लाग्लाह् आलाइहि गया साल्लामे॑र
वाणीः **مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ**

(1164) رواه مسلم

“ये व्यक्ति रमजान मासे रोजा राखल अतःपर ए रोजा॑र पर शाओयाल मासे छयटि रोजा राखल से येन गोटा बहर रोजा राखल।”

[सहिह मुसलिम (११७४)]

हादिसे उल्लेखित (عطف) (حرف الترتيب) (क्रमधारा) अर्थे व्यवहृत हय। एदिक थेकेहादिसटि प्रमाण करछे ये,
आगे रमजाने॑र रोजापूर्ण करते हवे। सेटा सुनिर्दिष्ट समये आदाय हिसेबे होक अथवा (शाओयाल मासे) कायापालन हिसेबेहोक। अर्थां
रमजाने॑र रोजा पूर्ण करार पर शाओयाले॑र छय रोजा राखते हवे। ताहले हादिसे उल्लेखित सओयाव पाओया यावे। कारण ये व्यक्ति॑र उपर
रमजाने॑र काया रोजा बाकी आछे सेतो पूर्ण रमजान मास रोजा राखेनि। रमजान मासे॑र किछुदिनरोजा रेखेछे। तवे कारो यदि एमन
कोन ओज॑र थाके यार फले तिनि शाओयाल मासे रमजाने॑र काया रोजा राखते गिये शाओयाले॑र छयरोजा राखते पावेननि। येमन कोन
नारी यदि निफासग्रन्थ (प्रसवोत्तर आ॒वग्रन्थ) हन एवं गोटा शाओयाल मास तिनि रमजाने॑र रोजा काया करेन ताहले तिनि जिलरूद मासे
शाओयाले॑र छय रोजा राखते पावेन। कारण ए व्यक्ति॑र ओज॑र शरियते॒ग्रहणयोग्य। अन्य यादे॑र एमन कोन ओज॑र आछे तारा सकले
रमजाने॑र रोजा काया करार पर शाओयाले॑र छय रोजा जिलरूद मासे काया पालन करते पावेन। किन्तु कोन ओज॑र छाड़ा केउ यदि छय
रोजा ना राखे एवं शाओयाल मास शेष हये यार ताहले से व्यक्ति॑ एई सओयाव पावेन ना। शाइख उछाईमीनके प्रश्न करा हयेछिलः कोन
नारी॑र उपर यदि रमजाने॑र रोजा॑र ऋण थेके यार ताहले तार जन्य कि रमजाने॑र ऋणे॑र आगे शाओयाले॑र छय रोजा राखा जायेय हवे;
नाकि शाओयाले॑र छयरोजा॑र आगे रमजाने॑र ऋणे॑र रोजा राखतेहवे? जवाबे तिनि बलेनः यदि कोन नारी॑र उपर रमजाने॑र काया रोजा
थाके ताहले तिनि काया रोजा पालने॑र आगे छयरोजा राखवेन ना। केनना नबी साल्लाग्लाह् आलाइहि गया साल्लाम बलेछेनः **مَنْ صَامَ**

رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ
“ये व्यक्ति रमजान मासे रोजा राखल एवं ए रोजा॑र पर शाओयाल मासे छयटि रोजा राखल से येन गोटा बहर रोजा राखल।” [सहिह
मुसलिम (११७४)]

यार उपर काया रये गेछे सेतो रमजाने॑र रोजा पूर्ण करेनि। सूतरां से काया आदाये॑र आगे एई रोजा पालने॑र सओयाव पावे ना।
यदि धरे नेया हय ये, काया रोजा पालन करते गोटा मास लेगे यावे(येमन-कोन नारी यदि निफासग्रन्थ हन एवं तिनि गोटा रमजाने॑
एकदिनओ रोजा राखते ना पावेन, शाओयाल मासे तिनि रमजाने॑र काया रोजा राखा शुरु करेन, किन्तु काया रोजा शेष करते करते
जिलरूद मास शुरु हये यार) ताहले तिनिजिलरूद मासे छयरोजा राखवेन। एते करे तिनि शाओयाल मासे छय रोजा राखार सओयाव
पावेन। केनना तिनि बाध्य हये एई विलम्ब करेछेन (येहेतु शाओयाल मासे तार पक्के रोजा राखा सम्भवपर छिल ना)। तई तिनि सओयाव
पावेन। [फतोया समग्र १९/२०] देखुन फतोया नं- **4082** ओ **7863**।

एर साथे आरेकटु योग करे बला यार, ये व्यक्ति॑ विशेष कोन ओज॑रे॑र कारणे रमजाने॑र रोजा भेङ्गेछे सेटा काया करा तार
दायित्वे॑रफरज। रमजाने॑र रोजा ईसलामे॑र पध्दबुनियादे॑र अन्यतम। तई एई ईबादत पालनप्रधान्य पावे एवं फरजे॑र दायित्व थेके मुक्त
हओयाके अन्य मुक्ताहाव आमले॑र उपर अर्थाधिकार दिते हवे। देखुन प्रश्न नं- **23429**। सू॒त्रः ईसलाम जिज्जासा ओ जवाब



প্রশ্ন: যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, রমজানের রোজা রেখে পড়াশুনা করতে পারতাম না। সে জন্য দুই রমজানের কিছু রোজা আমি রাখি নি। এখন আমার উপর কি শুধু কাযা ওয়াজিব; নাকি শুধু কাফফারা ওয়াজিব? নাকি কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব? উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

রমজান মাসে রোজা পালন ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তি। যে ভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনেউমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(بِنْيِ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

“ইসলাম পাঁচটি রোকনের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ আদায় করা এবং রমজান মাসে রোজা পালন করা।”

সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা ত্যাগ করলে সে ইসলামের একটি রোকন ত্যাগ করল এবং কবিরাত গুনাতে লিপ্ত হল। বরঞ্চ সলফে সালেহিনদের কেউ কেউ এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির ও মুরতাদ মনে করতেন। আমরা এ ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম যাহাবী তার ‘আল-কাবায়ের’ গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) বলেছেন: “মু’মিনদের মাঝে স্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ বা কারণ ছাড়া রমজান মাসে রোজা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি যিনাকারী ও মদ্যপ মাতালের চেয়ে নিকৃষ্ট। বরং তাঁরা তার ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার মাঝে ইসলামদ্রোহিতা ও বিমুখতার ধারণা করেন।” সমাণ্ড

দুই: পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখার ব্যাপারে শাইখ বিন বাযরাহিমাছল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন: “একজন মুকাল্লাফ (শরিয় দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়। কারণ এটি শরিয়ত অনুমোদিত ওজর নয়। বরং তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজিব। দিনের বেলায় পড়াশোনা করাতার জন্য কষ্টকর হলে সে রাতের বেলায় পড়াশুনা করতে পারে। আর পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং রমজান মাসের পরিবর্তে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে দুইটি সুবিধার মধ্যে সমন্বয় করা যায়। ছাত্রদের সিয়াম পালন ও পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অবসর সময় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহিহ হাদিসে এসেছে তিনি বলেন:

اللهمنوليمنا مرم أمئيشينا مرم فقدهمفار فقيه، ومنوليمنا مرم أمئيشينا مرم فقدهمفار فقيه (أخرجهمسلمفبصحيحه)

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের যে কোন পর্যায়ের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের সাথে কোমল হয় আপনিও তার প্রতি কোমল হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব পেয়ে তাদের সাথে কঠোর হয় আপনিও তার সাথে কঠোর হন।” [সহিহ মুসলিম]

তাই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার উপদেশ হল- তাঁরা যেন ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি সহমর্মী হন। রমজান মাসে পরীক্ষা না দিয়ে রমজানের আগে বা পরে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করি।” সমাণ্ড [ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে বায (৪/২২৩)] ‘ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি’কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: আমি রমজান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা পরীক্ষা দিব। মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি আছে। একই পরীক্ষায় আমি গত বছরও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দিনে কি আমার রোজা না-রাখা জায়েয হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “উল্লেখিত কারণে রোজা না-রাখা জায়েয নয়; বরং তা হারাম। কারণ রমজানে রোজা না-রাখার বৈধ ওজরের মধ্যে এটি পড়ে না।” সমাণ্ড [ফাতাওয়াললাজনা দায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১০/২৪০)]

তিন: না-রাখা রোজাগুলো কাযা করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

আপনি যদি এই ভেবে রোজা না-রেখে থাকেন যে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয, তবে আপনার উপর শুধু কাযা করা ওয়াজিব। আপনার যেহেতু ভুল ধারণা ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি হারামে লিপ্ত হননি তাই আপনার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য। আর আপনি যদি তা হারাম জেনে রোজা না-রাখেন তবে আপনার উপর অন্ততও হওয়া, তওবা করা এবং পাপ কাজে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজিব। কাযা করার ক্ষেত্রে যদি আপনি রোজা শুরু করে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে। আর যদি আপনি শুরু থেকেই রোজা না-রেখে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন কাযা নেই। এর জন্য আল্লাহ চাহতে ‘সত্যিকার তওবা’ (তওবায়ে নাসুহ)-ই যথেষ্ট। আপনার উচিত বেশি বেশি ভাল কাজ করা, নফল রোজা রাখা; যাতে করে ছুটে যাওয়া ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারেন। শাইখ ইবনে উছাইমীন রাদিয়াল্লাহু আনহু রমজানে দিনের বেলায় বিনা ওজরে পানাহারের ছকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন:

রমজানে দিনের বেলায় বিনা ওজরে পানাহার করা মারাত্মক কবিরাত গুনাহ। এতে করে ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে- আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং রোজা না-রাখা দিনগুলোর কাযা রোজা পালন করা। অর্থাৎ সে যদি রোজা শুরু করে বিনা ওজরে দিনের বেলায় রোজা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সে দিনের রোজা কাযা করতে হবে। কারণ সে রোজাটি শুরু করেছে, সেটি তার উপর অনিবার্য হয়েছে এবং সে ফরজ জেনে সে আমলটি শুরু করেছে। তাই মান্নতের ন্যায় এর কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। আর যদি শুরু থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওজরে রোজা ত্যাগ করে তবে অগ্রগণ্য মত হল তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কারণ কাযা করলেও সেটি তার কোন কাজে আসবে না। যেহেতু তাকবুল হবে না।

শরিয় কায়েদা হল: নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইবাদত যখন বিনা ওজরে সে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয় না সেটা আর কবুল করা হয় না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ()

“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” [সহিহ বুখারী (২০৩৫), সহিহ মুসলিম (১৭১৮)]

তাছাড়া এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমানা লঙ্ঘন করা জুলুম বা অন্যায়। জালিমের আমল কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

“যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা জালিম (অবিচারী)।” [২ আল-বাক্বারাহ: ২২৯]

এছাড়া সে ব্যক্তি যদি এই ইবাদতটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে পালন করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হতো না, অনুরূপভাবে কোন ওজর ছাড়া সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তা আদায় করে তবে সেটাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। সমাণ্ড [মাজমূহা ফাতাওয়া শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চার: কাযা পালনে এই কয়েক বছর দেরী করার কারণে আপনার উপর তওবা করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তির উপর রমজানের কাযা রোজা রয়েছে পরবর্তী রমজান আসার আগে তা পালন করে নেয়া ওয়াজিব। যদি সে এর চেয়ে বেশি দেরী করে তবে সে গুনাহগার হবে। এই বিলম্ব করার কারণে তার উপর কাফফারা (প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানো) ওয়াজিব হবে কিনা-এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নির্বাচিত মত হল-তার উপর কাফফারা আদায় ওয়াজিব হবে না। তবে সাবধান তাবশতঃ আপনি যদি কাফফারা আদায় করেন তবে তা ভাল।

আরও জানতে দেখুন (26865) নং প্রশ্নের উত্তর।

জবাবের সারাংশ হল:

আপনি যদি পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়েয মনে করে রোজা না-রেখে থাকেন অথবা রোজা শুরু করে দিনে ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে আপনাকে কাযা পালন করতে হবে; কাফফারা আদায় করতে হবে না। আমরা দোয়া করছি যাতে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব



হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক কায়া পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

সহীহ আল বুখারী



বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া। কিছু সময় ব্যয় করবে তার প্রভুর প্রার্থনায়, কিছু সময় ব্যয় করবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করে, কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য এবং কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।

ইবনে হিব্বান

